দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় মুন্নার মৃ*ত্যু

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় মুন্নার মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলের শোক প্রকাশ করেছে। আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে দামুড়হুদা গার্লস স্কুলের সামনে মটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাখি ভ্যনের এক্সেলে মুখ ও মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে অকালে প্রান হারায়। নাঈম রহমান মুন্না(২৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার সদরের দশমী পাড়ার মোমিনের ছেলে নাঈম রহমান মুন্না দামুড়হুদা বাজার থেকে নিজের ব্যবহ্ত পালসার-১৫০ সিসি লাল-কালো রংয়ের মোটরসাইকেলের পিছনে চাউলের বস্তা নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে বাড়ি আসছিলো। দামুড়হুদা গার্লস স্কুলের সামনে এসে পৌঁছালে হঠাৎ মোটরসাইকেলের পিছনে থাকা চাউলের বস্তার মুখ খুলে পড়ে যাচ্ছিল, তখন বস্তা ধরতে গিয়ে সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাকা রাস্তার উপর বিপরীত দিক থেকে আসা পাখি ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক মুন্না মাথায় ও মুখে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন আহত মুন্নাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেলে রেফার করেন। রাজশাহী মেডিকেলে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে আহত মুন্না মৃত্যবরন করেন।

মুন্নার মৃত্যুর খবর দামুড়হুদায় ছড়িয়ে পড়লে পুরো উপজেলা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। মুন্না ছেলে হিসেবে ছিল খুবই ভালো, সব সময় ছিল নম্র ব্যবহার। উপজেলা জুড়ে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে তার ছিল সুখ্যাতি। দামুড়হুদা মালিক সুপার মার্কেটে স্মার্ট কালেকশনের স্বত্বাধিকারী ছিলো মুন্না। খেলাধুলা করতে সে খুব পছন্দ করতো, সে একজন চুয়াডাঙ্গার ক্রীড়াঙ্গনের উদীয়মান তারকা (হ্যান্ডবল+ ভলিবল) ভালো খেলোয়াড় ছিল। তার মৃত্যুতে দামুড়হুদার বিভিন্ন মহল শোক প্রকাশ করেছে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ বলেন, মুন্না খুব ভালো ছেলে ছিল, সবার সাথে ওর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। মুন্নার অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। আমরা ওর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং মুন্না’র রুহের

মাগফেরাত কামনা করি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এখলাছ উদ্দিন সুজন বলেন, গতমাসে ডিসেম্বর ১৮ তারিখে, আমার ক্যামেরায় মুন্নার একটি শেষ তোলা ছবি আছে, শেষ দেখাও ওটাই ছিলো। বলেছিলো কাকা এবারও দেখা হবে ঢাকা হ্যান্ডবল মাঠে। কমপ্লিট এথলেট ভদ্র স্পোর্টি তরুণের জীবন প্রদীপ নিভে গেল। মুন্নার রুহের মাগফেরাত কামনা করি। মহান রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাত নসিব করুন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, এখনো কারো কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় চাচা ভাতিজা নি*হত

ঝিনাইদহে ট্রাক চাপায় পাটকাঠি ব্যবসায়ী চাচা ও ভাতিজা নিহত হয়েছে।আজ বুধবার (৩ জানুয়রি) ভোরে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের সদর উপজেলার পাচঁমাইল নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ঝিনাইদহ সদর থানার পুলিশ জানায়, আজ বুধবার ভোরে সদর উপজেলার রাঙ্গীয়ারপোতা গ্রামের পাটকাঠি ব্যবসায়ী আলী হোসেন (৬০) ও তার ভাতিজা মহিদুর রহমান (২৮) নসিমন নিয়ে পাটকাটী আনতে ফরিদপুরে যাচ্ছিলো। ঘটনাস্থলে পৌঁছালে নসিমনটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে যায়। সেসময় পিছন থেকে একটি ট্রাক তাদেরকে চাঁপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই চাচা ও ভাতিজা নিহত হয়। পরে তাদের সাথে থাকা অন্য আলমসাধুর যাত্রীরা মরদেহ নিয়ে বাড়িতে পৌছে দেয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দীন জানান, পুলিশ পাঠিয়ে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

শৈলকুপাতে সড়ক দুর্ঘটনায় মাহেন্দ্র চালকসহ নি*হত ২

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সড়ক দুর্ঘটনায় মাহেন্দ্র চালকসহ দুই জন নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার শেখপাড়া বাজার এলাকার চর মালিথা গ্রামে মাহেন্দ্র এবং নসিমনের মুখমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ শুক্রবার ভোরে মাগুরা থেকে ওয়াজ মাহফিল শুনে একটি মাহেন্দ্র গাড়িতে কয়েকজন শেখপাড়া আসছিল এসময় চরমালিথা পাড়ায় পৌছালে বিপরিত দিক থেকে একটি নসিমন মাহেন্দ্র গাড়িকে ধাক্কা দেয় এতে তিনজন গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে শ্রীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে এবং অবস্থার অবনতি হলে মাহেন্দ্র চালক বাবুল আক্তার এবং আসাদুজ্জামানকে মাগুরা সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। পরে সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে বাবুল আক্তারের মৃত্যু হয় এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় আসাদুজ্জামানের মারা যান বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান। বাবুল আক্তার শৈলকুপা উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের জেহের আলী মন্ডলের ছেলে এবং আসাদুজ্জামান একই উপজেলার কবিরপুর গ্রামের মৃত আহাদ আলীর ছেলে।

লাঙ্গলবাধ পুলিশ ফাড়ি ইনচার্জ এসএম হামিদুল ইসলাম দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং দুইজন মারা গেছে বলে জানান। এছাড়া এই দুর্ঘটনায় অপর একজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মুজিবনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন আহত

মুজিবনগর-মেহেরপুর প্রধান সড়কে বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখী সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক ও বাইকে বাইসাইকেল চালকক আহত হয়েছে।

আজ শনিবার ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেল চালক মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের বিষ্ণু মন্ডল এর ছেলে প্রিন্স মন্ডল(১৯) এবং বাইসাইকেল চালক ভবরপাড়া গ্রামের মৃত রহমান দফাদারের ছেলে পাঁচু দফাদার(৬০)।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়,ভবর পাড়ার পাঁচু দফাদার বাইসাইকেল নিয়ে কেদারগঞ্জ বাজার থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি মুজিবনগর থানা সড়কের কাছাকাছি মানিকনগর গ্রামের নিকট পৌঁছালে পিছনদিক থেকে আশা একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দেয়। এতে বাইসাইকেল চালক পাঁচু দফাদার সহ মোটরসাইকেল চালক প্রিন্স মন্ডল রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয়রা আহতদেরকে উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক বাইসাইকেল চালক পাঁচু দফাদারের অবস্থা বেগতিক দেখে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন এবং মোটরসাইকেল চালক প্রিন্স মন্ডলের অবস্থা গুরুতর না হওয়ায় তাকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেন।

এই বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জল কুমার দত্ত জানান, বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেলের দুর্ঘটনার বিষয়ে আমরা অবগত আছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে আইনি প্রক্রিয়া চলমান এবং দুর্ঘটনা কবলিত মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদাতে সড়ক দুর্ঘটনায় ভ্যান চালক নিহত

দামুড়হুদায় মাইক্রো পাখি ভ্যান মুখোমুখি সংঘর্ষে ভ্যানচালক বৃদ্ধ হারেজ আলী নামে একজন নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৮ দিকে চুয়াডাঙ্গা-দামুড়হুদা সড়কের উজিরপুর মাদ্রাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যান চালক দামুড়হুদার বিষ্ণপুর গ্রামের উত্তর পাড়ার মৃত রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী জানান, অন্যান্য দিনের মত বৃহস্পতিবার সকালে ভ্যান চালক হারেজ আলী বিষ্ণপুর গ্রাম থেকে উজিরপুর মাদ্রাসার এক ছাত্রীকে মাদ্রাসায় নিয়ে আসেন।

ওই ছাত্রীকে মাদ্রাসায় নামিয়ে দিয়ে ভ্যান ঘোরানোর সময় চুয়াডাঙ্গা থেকে দামুড়হুদার অভিমুখে যাওয়া দ্রুত গতির একটি মাইক্রো ভ্যানের সামনে ধাক্কা দিলে ভ্যান চালক হারেজ আলী গুরুতর আহত হয়ে সড়কের উপর ছিটকে পড়ে। এসময় স্থানীয় লোকজন ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা ভ্যান চালককে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর জানান, ঘাতক মাইক্রো সহ চালককে আটক করা হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

দামুড়হুদাতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত আইনুর চিকিৎসাধীন অবস্থায়

মৃত্যু

দামুড়হুদায় বিয়ের ফুল কিনতে যাওয়ার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত আনসার ভিডিপি সদস্য আইনুর বিশ্বাস (২৪) মারা গেছে। গতকাল শুক্রবার গুরুতর অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার কোমরপুর ঈদগাহ নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন।

নিহত আইনুর(২৪) দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর গ্রামের পূর্বপাড়ার আব্দুল মান্নান বিশ্বাসের ছোট ছেলে। আইনুর আনসার ভিডিপির একজন সদস্য ও পাশাপাশি পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর ইলেক্ট্রেশিয়ানের কাজ করে থাকেন।গত শুক্রবার বন্ধুর ভাইয়ের বিয়ের ফুল কিনতে গিয়ে কোমরপুর ঈদগাহ নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন আহত হয়েছিল। আহতরা হলেন আইনুর বিশ্বাস(২৪)জুড়ানপুর গ্রামের আব্দুল মান্নান বিশ্বাসের ছেলে ও একই গ্রামের সিফাত হোসেন(১৭) সুলতান আলীর ছেলে।

পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে আইনুরের শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে আহত আইনুর বিশ্বাসের অবস্থার আরো অবনতি হলে তাৎক্ষণিক জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজশাহীতে রেফার্ড করেন। সিফাত হোসেন উপজেলা সদর হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। আইনুরের মাথায় অতিরিক্ত জখম ও রক্তক্ষরণ হওয়ায় চিকিৎসক রাজশাহীতে রেফার্ড করেন। এরপর আইনুর বিশ্বাসকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৩টার দিকে মৃত্যু হয়। ছোট ছেলে আইনুরকে হারিয়ে মা বাবা দিশেহারা হয়ে গেছেন। আইনুরের মত একজন তরতাজা যুবকের মৃত্যুতে গ্রামের বাড়ি জুড়ানপুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দামুড়হুদাতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ২: একজনকে রাজশাহী রেফার্ড

দামুড়হুদায় বন্ধুর ভাইয়ের বিয়ের ফুল কিনতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার কোমরপুর ঈদগাহ নামক স্থানে এঘটনা ঘটে।আহতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর গ্রামের পূর্বপাড়ার আব্দুল মান্নান বিশ্বাসের ছোট ছেলে আইনুর বিশ্বাস(২৪) ও সুলতান আলীর ছোট ছেলে সিফাত হোসেন(১৭)। এর মধ্যে আইনুর বিশ্বাসের অবস্থা আশংকাজনক।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত সিফাত হোসেন জানায়, আমার বড় ভাই শামিম হোসেনের বিবাহ ছিল গতকাল। বরযাত্রীর গাড়ি ও বাসর ঘর সাজানোর জন্য ফুল কিনতে কার্পাসডাঙ্গা বাজারের উদ্দেশ্য দুলাভাই এর মোটরসাইকেল নিয়ে যায়। সাথে ছিল আইনুর বিশ্বাস নিজেই খুব দ্রুত চালাচ্ছিল মোটরসাইকেল, ফুল নিয়ে ফেরার পথে কার্পাসডাঙ্গা- দামুড়হুদা সড়কের কোমরপুর ঈদগাহর কাছাকাছি আসলে ইজিবাইক পাশ কাটিয়ে যায়। হটাৎ অপরদিক থেকে আসা পাওয়ারটিলার এর সাথে ধাক্কা লাগে ঘটনাস্থলেই ছিটকে পড়ে যায় দুজন। তারপর ঘটনাস্থলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি পরে আমার আর কিছু মনে নেই।

এদিকে সড়ক দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা পরিবারের লোকজনকে খবর দেয়। পরিবারের লোকজন বিয়ের মাইক্রো নিয়ে দুজনকে দ্রুতই দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে দুজনকে। আহত আইনুর বিশ্বাসের অবস্থার অবনতি হলে তাৎক্ষণিক জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেন। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নেয়ার পর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। মাথায় অতিরিক্ত জখম হওয়ায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পুনরায় শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসকরা রাজশাহীতে রেফার্ড করেন। এদিকে পরিবারের লোকজন জানান আহত সিফাত হোসেনের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়িতে আনা হয়েছে। মারাত্মকভাবে মাথায় জখম হওয়া আইনুর বিশ্বাসকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানান।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল স্কুল ছাত্রের

মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কে গাংনীর আকুবপুর নামক স্থানে বালু বোঝায় ড্রাম ট্রাকের সাথে মোটর সাইকেলের সংঘর্ষে সায়েম নামের এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে তার বন্ধু বকুল।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাকসহ চালক আলামিন ও হেলপার মারুফকে আটক করেছে পুলিশ।

নিহত সায়েম গাংনী উপজেলা মটমুড়া ইউনিয়নের আকুবপুর গ্রামের হাসেম আলী বিশ্বাসের ছেলে। সে স্থানীয় হাজি ভরস উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় সায়েম ও তার বন্ধু বকুল মোটরসাইকেলযোগে খলিশাকুন্ডি যাচ্ছিলেন। আকুবপুর নামক স্থানে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বালু বোঝায় ড্রাম ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনই মারাত্মক জখম হয়। দুমড়ে মুচড়ে যায় মোটরসাইকেলটি। স্থানীয়রা আহত দুজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ১১ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সায়েমের মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাকটি জব্দ করার পাশাপাশি ড্রাইভার ও হেলপারকে আটক করা হয়েছে। তবে নিহত ও আহত কারোর পরিবার থেকে এখনও কেউ কোন অভিযোগ করেনি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

চুয়াডাঙ্গাতে সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গায় মোটরসাইকেল-পাখিভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এজাজ আহমেদ রাজা (২৪) নামে যুবক নিহত হয়েছেন। রোববার (৫ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে আলুকদিয়া বাজার সংলগ্ন জ্যোতি মিলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আহত হয়েছেন মুরসালিন হোসেন (৩৫) নামে পাখি ভ্যান চালক। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাব্বুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত এজাজ আহমেদ রাজা মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের আলফাজ উদ্দিনের ছেলে। আহত মুরসালিন হোসেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার খাঁপাড়া গ্রামের খেদের আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে দ্রুত গতির একটি মোটসাইকেল ও পাখি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী ও পাখি ভ্যান চালক উভয়ই মারাত্মক ভাবে আহত হন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মোটরসাইকেল আরোহীকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত পাখি ভ্যান চালককে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাব্বুর রহমান জানান, নিহতের মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। এ ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সড়ক

দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরাফাত হোসেন
(২০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত দেড়টার দিকে কালীগঞ্জের ফয়লা মিশনপাড়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আরাফাত হোসেন উপজেলা বলিদাপাড়া গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে। সে পেশায় বাসের হেলপার। স্থানীয়রা জানায়, রাত দেড়টার দিকে মোটর সাইকেল যোগে বাসের ড্রাইভারকে বাড়িতে পৌঁছে নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরছিলো। পথে কালীগঞ্জ-কোলা সড়কের ফয়লা মিশনপাড়া নামক স্থানে পৌঁছালে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের গাছের সাথে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মাহবুবুর রহমান দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় কালীগঞ্জ থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।